দুনিয়ার মজদুর এক হও!

মহান মে দিবস - ২০২৬

"আজ আর শান্তিপূর্ণভাবে, বিনা রক্তপাতে নয়— ঘেরাও, পুলিশ-মালিকের সাথে সংঘর্ষ, ব্যারিকেড, শত্রু বা দালাল খতম— অবস্থা অনুযায়ী লড়াইগুলিকে এইসব পথ ধরেই এগুতে হবে।"

— কম. চারু মজুমদার

১লা মে ১৩৭তম শ্রমিক দিবস— মে দিবস। আমেরিকার হে মার্কেটে আট-ঘণ্টার শ্রম, ন্যায্য মজুরী ও মর্যাদার দাবিতে ১৮৮৬ সালে গড়ে ওঠা সংগ্রাম এবং তৎকালীন শহীদদের প্রতি লাল সালাম। মহান মে দিবসের তাৎপর্য আজকের দিনে আরও বেশি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে ভূমিহীন কৃষক, ছাত্র, নারী, মধ্যবিত্ত সহ নিপীড়িত জাতি-জনগণের রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার বিপ্লবী সংগ্রামের লাল পতাকা ঊর্ধ্বে তুলে ধরার কর্তব্য মে দিবস আমাদের সামনে আজকে হাজির করেছে।

সারাবিশ্বে আজ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে— পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থা শ্রমিক-কৃষকসহ সাধারণ মানুষের শত্রু। সাম্রাজ্যবাদের মোড়ল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সারা পৃথিবীতে আগ্রাসন, হত্যা, বাজার-দখলের মধ্য-দিয়ে শ্রমিকশ্রেণী সহ জনগণের উপর চাপিয়ে দিচ্ছে অন্যায় যুদ্ধ। ইউরোপীয় ইউনিয়ন, ব্রিটেন ও জায়নবাদী ইসরায়েল যুক্তরাষ্ট্রের সহযোগী হিসেবে রয়েছে। অন্যদিকে রাশিয়া-চীনের মতো সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলিও তথাকথিত 'মার্কিন বা পশ্চিম-বিরোধিতা'-র নাম-করে নিজেদের সাম্রাজ্য বিস্তারের অপচেষ্টার ফলে নতুনভাবে আন্তঃসাম্রাজ্যবাদী দ্বন্দ্ব বিকশিত হচ্ছে।

ধর্মীয়-সাম্প্রদায়িকতা ও জাতীয়তাবাদের প্রতিক্রিয়াশীল মতাদর্শকে সামনে রেখে, দেশে দেশে সাম্রাজ্যবাদ শ্রমজীবী জনগণের আন্তর্জাতিকতাবাদী ঐক্যকে বিনষ্ট করছে। একইসাথে শ্রমিক-কৃষক সহ জনগণের মুক্তির মতাদর্শ মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ-মাওবাদের আলোকে পরিচালিত দীর্ঘস্থায়ী জনযুদ্ধ-শ্রেণীসংগ্রামকে ধ্বংস করার জন্য সারাবিশ্বে গণহত্যা-নিপীড়ন বৃদ্ধি করেছে। পেরু, ভারত, ফিলিপাইন, তুরস্ক সহ বিভিন্ন দেশে মাওবাদী পার্টি তীব্র আক্রমণের মুখেও শ্রমিকশ্রেণীসহ নিপীড়িত জাতি-জনগণের মুক্তির লক্ষ্যে গণযুদ্ধ জারি রেখেছে। শ্রমিকশ্রেণীর অগ্রগামী অংশের এই মাওবাদী-কমিউনিস্ট আন্দোলনের উত্থান-পতনের মধ্য-দিয়েই দীর্ঘস্থায়ী গণযুদ্ধ বিজয়লাভ করবেই। এছাড়া সাম্রাজ্যবাদী দেশসমূহেও শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রাম আরও লড়াকু ও সাহসী ভূমিকায় হাজির হয়েছে। প্যারী কমিউন, রুশ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব, চীন-বিপ্লব ও শ্রমিকশ্রেণীর মহান সাংস্কৃতিক বিপ্লবের দেখানো এই পথেই আমাদের দেশসহ গোটা বিশ্বের শ্রমিকশ্রেণীই তার মুক্তির মহাকাব্য রচনা করবে।

পূর্ববাঙলায় তথা এদেশেও মার্কিনসহ সকল সাম্রাজ্যবাদ, ভারতীয় সম্প্রসারণবাদ ও তাদের পা-চাটা আমলা-মুৎসুদ্দি দালাল পুঁজিপতি ও আধা-সামন্তবাদের ধারক-বাহকরা শ্রমিক-কৃষকসহ সাধারণ জনগণের জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলেছে। শ্রমিকদের মজুরী-দাসত্ব, কৃষকের ফসল ও জমির অধিকারহীনতা এবং জনগণের জীবনের অনিশ্চয়তা রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থাকে কারাগারে রূপান্তর করেছে। প্রবাসী, অপ্রাতিষ্ঠানিক, নারী ও শিশু শ্রমিকরা আরও অধিকতর শোষণের শিকার হচ্ছে। সকল সরকারের আমলেই শ্রমিক-কৃষকের ন্যূনতম গণতান্ত্রিক আন্দোলনেও রাষ্ট্রীয়-বাহিনীকে ব্যবহার করে হত্যা ও দমন-পীড়ন চালানো হয়েছে। বিএনপি-জামায়াত, আওয়ামী লীগ-জাতীয় পার্টি বা এনসিপি সহ নতুন-পুরাতন দলগুলি শ্রেণীশত্রুদেরই প্রতিনিধিত্ব করে। আবার এনজিও-সুশীল সমাজ নামধারী ব্যক্তি-প্রতিষ্ঠানও এই শোষণমূলক রাষ্ট্র-সমাজব্যবস্থার সাথে যুক্ত। শ্রমিকসহ আপামর জনগণের স্বৈরতন্ত্র-ফ্যাসিবাদবিরোধী সংগ্রামকে দখল করে এরা সাম্রাজ্যবাদী প্রভুদের দৌলতে নানাভাবে সরকার গঠন করে। অন্যদিকে সংশোধনবাদী-সংস্কারবাদী 'বাম' নামধারী পার্টি-সংগঠনসমূহ শ্রমিকদের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক সংগ্রামকে বিভ্রান্ত করে নির্বাচন বা শহুরে অভ্যুত্থানের কানাগলিতে নিয়ে যায়। আমাদের মতো দেশে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে ভূমিহীন-দরিদ্র কৃষক ও শ্রমজীবী-মধ্যবিত্ত জনগণের বিপ্লবী সংগ্রাম বিকশিত করার একমাত্র পথ দীর্ঘস্থায়ী গণযুদ্ধ। কৃষিবিপ্লবকে কেন্দ্র করে গ্রামাঞ্চলে ঘাঁটি প্রস্তুতের জন্য শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে ভূমিহীন-দরিদ্র কৃষকের বাহিনী গঠন ও জনগণের শ্রেণীশত্রুদের খতমের মাধ্যমে শ্রেণীসংগ্রামের বিকাশ ঘটানোর মধ্য-দিয়েই শ্রমিকশ্রেণী মে দিবসের বিপ্লবী দিশাকে এগিয়ে নিতে পারে। শোষণমূলক রাষ্ট্রব্যবস্থা ও মালিকশ্রেণীর বিরুদ্ধে মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ-মাওবাদে বলীয়ান হয়ে বিপ্লবী গণলাইন ও সশস্ত্র সংগ্রামের নানা পদ্ধতি প্রয়োগের মধ্য-দিয়ে বিপ্লবের নেতা হিসেবে শ্রমিকশ্রেণী নিপীড়িত জনগণের দৃঢ় ঐক্য প্রতিষ্ঠা করবে। কোনো অন্যায়-অত্যাচার-আক্রমণ মুখ বুজে সহ্য না-করে প্রতিটি হামলার বদলা নেবেই শ্রমিকশ্রেণী। আসুন, প্রতিষ্ঠা করি সাম্যবাদ-সমাজতন্ত্র অভিমুখী শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্তের জনগণতান্ত্রিক পূর্ববাঙলা!

মহান মে দিবস অমর হোক! **পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বব্যবস্থা ধ্বংস হোক!**

শ্রমিকশ্রেণীর আন্তর্জাতিকতাবাদ জিন্দাবাদ!

মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ-মাওবাদ জিন্দাবাদ! **কম. চারু মজুমদারের শিক্ষা জিন্দাবাদ!**

পূর্ববাঙলার কমিউনিস্ট পার্টি (মাওবাদী)

কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক কমিটি

মে ২০২৬